বাটি-চচ্চড়ি

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

সংসারটা এমন কিছু বড় নয়। মাত্র দুটো মেয়েমানুষ এবং একজন পুরুষের সমবায়ে গঠিত। ডাক্তার, ডাক্তারের বৌ এবং তাদের এক বিধবা পিসিমা, আবার এই পিসিমা ডাক্তারের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। সরকারি হাসপাতালের পুরোনো ডাক্তার। চক্রধরপুরে বদলী হয়েছে সম্প্রতি। ছোট্ট সংসার—আরও ছোট্ট একখানা বাড়িতে অবস্থিত—বেশ ভাল ভাবেই চলছিল সুখে, শান্তিতে, হাসিতে ও আনন্দে—উদয়াস্ত সুমহান্ কাল কেটে যাচ্ছিল মোহন ছন্দে।

এ হেন সময়ে ডাক্তার একখানা চিঠি পেল এই মর্মে, কলকাতা থেকে নাকি তার বাপের ছোট কাকার বড় ছেলের রুগ্‌ণ বধূ আসছে তার শরীরের ক্ষতিপূরণ করতে এই পাহাড়ের দেশে। অলকার স্বামীই ডাক্তারের চেয়ে অনেক ছোট।

প্রস্তাবনাটা পিসিমার কাছে উত্থাপিত হল তো সে প্রতিবাদ করলে, "বেশ, আসুক ছোট বৌদি। আমি কলকাতায় যাব—এখানে থাকতে পারবো না।"

ডাক্তার প্রতিবাদ করলে, "তাহলে এখানে দিন চলবে কি করে?"

"সে আমি কি জানি ভাইপো!" পিসিমা ঐ বলেই ডাক্তারকে সম্বোধন করে।

"কিন্তু বৌমা আসছেন রোগা মানুষ। তাঁকে দিয়ে তো আর সংসারের কাজ করানো যাবে না । আর তোমাদের বৌ তখন হয়ে পড়বে একা—ছেলেপিলে নিয়ে আর ক'দিক সামলাবে বল, তা ছাড়া কলকাতায় তো দেখছি মানুষের অভাব তেমন নেই।"

সুতরাং পিসিমাকে থেকে যেতে হল। অলকার সঙ্গে তার আজ প্রায় পাঁচ বছরের বিবাদ। সেই বিবাদের ঝাঁজেই সে প্রতিবাদ করেছিল। তবে সে প্রতিবাদ টিকলো না কিছুতেই ডাক্তারের প্রবল যুক্তির কাছে।

ওদিকে অলকা এল যথাসময়ে। দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার দেহের সক্রিয় কলকব্জাগুলি অচলপ্রায় হয়ে গেছে। শরীরের সে কান্তি বা শোভা নেই। মুখশ্রী হয়েছেকালিমালিপ্ত। গায়ের হাড়গুলো এমনভাবে বার হয়ে পড়েছে যে, তাদের এক-একখানা করে গোনা যায় অক্লেশে।

আসার পরের দিন তো ডাক্তার পরীক্ষা করলে। দেখলে জীবনের আশা বড় কম। নিজের মৃত্যুর জন্যে সে নিজে দায়ী। কারণ সে মৃত্যু ডেকে এনেছে অযথা নিজের নির্বুদ্ধিতার ফলে এবং চিকিৎসার অভাবে। এমন কি এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, সে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষের পানে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ নিছক ভাইটামিনের অভাবে বা খাদ্য প্রাণের অকিঞ্চিৎকরতায়। স্বামীর দীর্ঘ দিনের বেকার অবস্থা রোগের আর একটি কারণ বলা যেতে পারে।

যা হোক, বৌমার চিকিৎসা এবার চলতে লাগলো যথাসাধ্য। কিন্তু সে চিকিৎসায় কোন সুফল ফললো না মাসখানেকের মধ্যেও। ডাক্তার হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলো।তবু অলকার রোগ কমলো না; পরন্তু বৃদ্ধি পেতে লাগলো একটু একটু করে দিন দিন, সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে।

অলকার নুন খাওয়া নিষেধ। কোন এক রাজার মেয়ে নাকি তার বাপকে নুনের মত ভালবাসতো। সুতরাং নুনের প্রয়োজনীয়তা কিংবা গুণ সামান্য নয়। তাই অলকা সচরাচর নুনহীন তরকারী খেত না। ডাক্তারের বৌ আবার লোককে খাওয়াতে নাকি বড় ভালবাসতো।সুতরাং অলকার খাওয়ার কষ্ট দেখে তার করুণ মন ক্লিষ্ট হত অত্যন্ত। অনেক বলে-কয়ে সে স্বামীর কাছ থেকে বৌমার সামান্য একটু বাটি-চচ্চড়ি খাবার অনুমতি পেয়েছিল এবং প্রতিদিন তার জন্য একটা বাটি-চচ্চড়ি করে দিত সযত্নে।

সেদিন অনেকগুলো বিছানা পরিষ্কার করে উঠতেই ডাক্তারের বৌয়ের বেশ বেলা হয়ে গেল। পিসিমা তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে রান্না করতে বসলো।আর বৌমা?—বাতায়নপাশে বসে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল অপরূপ মেঘের খেলা। দূরে অতিকায় ধূমের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশচুম্বী পর্বত। তার নীচে ইতস্তত বৃক্ষলতাশোভিত কালো বর্ণের ছোট ছোট পাহাড়। তাদের গায়ে লাল কাঁকরের বঙ্কিম পথরেখা—মনে হয় যেন কোন অচিন দেশে চলে গেছে পাহাড়ের বুক বয়ে। বৌমা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল, এমন সময় ডাক্তারের বৌ ভিজেচুল মুছতে মুছতে এসে বললে, "বৌমা, আজ কি দিয়ে দুধ সাবু খাবে?"

"যা হোক দিয়ে খাব অখন মা।"

"কেন বাটি করতে দিলে না?"

"থাকগে, কুটনো তো সব কোটা হয়ে গেছে!"

"তা হোক, তুমি একটা বাটি করতে দাও মা।"কথা শেষ করে ডাক্তারের বৌ গৃহ ত্যাগ করে আর বৌমা উঠে যায় বাটি-চচ্চড়ির কুটনো কুটতে।

পিসিমা কড়ার ওপর মাছ দিয়ে একবার বাটির পানে তাকিয়ে নিল, তারপর বললে, "বলি হ্যাঁগো বৌদি, আমার গতরে কি এমন পোকা পড়েছে!"

বৌমা সবিস্ময়ে কয়, "কেন ঠাকুরঝি?"

মুখরা পিসিমা তখন ফেটে পড়লেন, "আমি কি বাটির কুটনো কুটতে পারি না, না কুটলে হাতে পক্ষাঘাত হত! তেজ করে আমায় একবার বলা হল না।রোগ তো বারো মাস লেগেই আছে, তার আবার অত দেমাক্ কিসের?"

রুগ্ণ বধূটির শুষ্ক নয়নদ্বয় বিদীর্ণ করে ঝরে পড়ে অঝোরে মুক্তার মত অশ্রুকণা নিদারুণ ঘৃণায় ও বেদনায়, ননদের এই বাক্যবাণের সুতীব্র আঘাতে। স্বামীর অর্থহীনতা এবং নিজের রোগের চিন্তায় তার সারা কোমল অন্তরাত্মা সহসা রী-রী করে ওঠে। আর পিসিমার মুখে তখন যেন তুবড়িতে আগুন লেগেছে। সমস্ত বারুদ না নিঃশেষিত হলে সে নীরব হবে না। বৌমা আস্তে আস্তে বাটিটা নিয়ে আসে সকলের অজ্ঞাতসারে।

ঘণ্টাদুয়েক পর পিসিমার বারুদ ফুরিয়ে যেতে ডাক্তারের বৌ এসে বললে, "বৌমা, বাটি আমায় দাও মা, আমি করে দিচ্ছি। ছিঃ ছিঃ, মানুষকে মানুষ অমন করে বলে?"

বিশ বছরের রোগশীর্ণ বধূটি আজ সারা হৃদয় মথিত করে কেঁদে ফেলল বিপুল বেদনায়। শ্বশুর-শাশুড়িকে অকালে হারিয়ে সে আর বিধবা ননদের গঞ্জনা সহ্য করতে পারছে না। ডাক্তারের বৌ আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "কেঁদ না মা, বাটিটা আমায় দাও।"

"না, থাক্ মা। বাটি আমি আর জীবনে খাব না।"

"ছিঃ, সে কি হয় মা!"

"খুব হয়।"

ডাক্তারের বৌয়ের বহু অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও বৌমা বাটি বার করে দিলে না। ডাক্তারের বৌ বেলা একটা পর্যন্ত বাটির খোঁজে সমস্ত কিছু তন্ন তন্ন করে দেখলো, কিন্তু কোথাও সে বাটি পাওয়া গেল না। আর পাওয়া গেল না সেই কোটা তরকারীগুলো।

সেদিন রাতে ডাক্তার গিয়েছে রিহার্সাল দিতে। এবার পূজায় নাকি ভারী ধুম করে থিয়েটার হবে। ডাক্তারের বৌ মুখের মধ্যে অনেকগুলো এলাচ পুরে ছারপোকা মারতে বিছানা পাতিপাতি করে খোঁজে—এ তার নিত্যকার অভ্যাস। রাতে সে বড় একটা ঘুমোয় না। এমন সময় পাশের ঘরে বৌমা উত্ত্যক্ত হয়ে বললে, "ভাল জ্বালা, দরজাটা যে কিছুতেই খুলছে না মা!"

ডাক্তারের বৌ আলো নিয়ে এগিয়ে এল, "কি হয়েছে বৌমা ?"

"দেখ না মা, দরজার খিল কিছুতেই পাচ্ছি না।"

"দরজা তো খোলা বৌমা!"

"তবে খিল কোথায় গেল?"

ডাক্তারের বৌ জানে যে, তার জ্যাঠাইমা মৃত্যুর পূর্বে ঐরকম দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছিল। বৌমার এই রহস্যজনক আচরণে সে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে নিজে এসে দরজাটা খুলে দিলে।

সামান্য পরে বৌমা বাইরে থেকে ফিরে এসে আবার নিজের বিছানায় শোয় এবং ডাক্তারের বৌ মশা তাড়িয়ে পুনরায় মশারিটা গদির তলায় গুঁজে দেয়। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে জানে না। ডাক্তারের ডাকে ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিল।

ডাক্তার বললে, "যেন মোষ একেবারে! ঘুমে অচেতন!"

"থাক, খুব হয়েছে!"

"আধঘণ্টা ধরে একজন ভদ্রলোক ডাকছে!"

"সকালে অতগুলো কাঁথা তোশক কাচলে ও ভদ্রলোকেরও এই দশা হত নিশ্চয়।"

ডাক্তার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কতক্ষণ যে ঘুমঘোরে কেটেছিল দুজনের তা হয়তো তারা জানে না। ডাক্তারের বৌ সহসা সচেতন হল স্বামীর আহ্বানে, "ওগো ওগো, দেখ তো ও ঘরে বৌমা কি যেন বলছেন!"

ডাক্তারের বৌ শুনলে বৌমা পাশের ঘরে বলছে, "দূর ছাই, কিছুতেই তো আলো জ্বলছে না!"

রুগ্‌ণকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অট্টহাসি হেসে ওঠে যেন কিসের ব্যাকুল প্রচেষ্টায়। ডাক্তারের বৌ গৃহে প্রবেশ করে দেখে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বৌমা মশারির মধ্যে হারিকেনের ল্যাম্প নিয়ে গিয়ে অনবরত ফস্ ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে যাচ্ছে আর সেই প্রজ্বলিত কাঠি চিমনিতে ঠুকে ঠুকে নিবিয়ে ফেলছে প্রতিবার। এমনি করে জ্বালাতন হচ্ছে ব্যর্থতার বেদনায়। ডাক্তারের বৌ স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুর মত স্থির হয়ে। থাকলো এক মুহূর্ত, তারপর বললে, "বৌমা, ওকি করছো মা?"

বৌ মৃদু ক্রন্দনের সুরে বললে, "দেখ দিকিন মা, আলোটা কিছুতেই জ্বলছে না!"

বৌমার জ্ঞান সহসা ফিরে আসে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের বৌয়ের পানে। ডাক্তারও এগিয়ে আসে—তারপর ত্বরিতে বৌমাকে পরীক্ষা করে বলে, "শিগগির আগুন করে ওঁর হাত-পা সেঁক কর।"

এতক্ষণে পিসিমার ঘুম ভাঙে। সে আলস্য ত্যাগ করে পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার এসে তাড়াতাড়ি বৌমাকে একটা ইনজেকশন্ করে দিলে, তারপর বাইরে গিয়ে বললে"না, এত করেও বৌমাকে বাঁচাতে পারলুম না!"

নয়নকোণ থেকে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা। ডাক্তারের বৌয়েরও চক্ষু হয় বাদলদিনের সজল আকাশের ন্যায়।

মুহূর্তে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। কলকাতায় টেলিগ্রাম করা হয় বৌমার স্বামীর কাছে। তবুও যদি একবার শেষ দেখা করতে পারে পারের ঘাটে।

ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। স্বামী এল দূরান্তর থেকে আর এল তার মেজদি, গলার বোতাম বাঁধা দিয়ে একেবারে শেষক্ষণে। তবুও বৌমা বাঁচল না। ডাক্তার কাঁদলো আর কাঁদলোতার বৌ, মৃতার স্বামী ও মেজ ননদ। শুধু কাঁদে নি তার বিধবা ছোট ননদ; কারণ মৃতার সঙ্গে তার কথা বন্ধ প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর যাবৎ। আর সেই কারণেই সারারাত দিক্‌ভ্রান্ত একজনকে মশারির মধ্যে দেশলাই জ্বালাতে দেখেও নিবারণ করতে পারেনি কিছুতেই।

এই ঘটনার দিন-সাতেক পর ডাক্তারের বৌ কোন এক মধ্যাহ্নে ভাঁড়ারঘর গোছাতে গোছাতে একটা খালি হাঁড়ির মধ্যে পেল সেই বাটিটা আর তার মধ্যেকার কতকগুলো শুক্‌নো তরকারী।পুরোনো ক্ষতে আবার যেন নতুন করে আঘাত লাগলো, একটা ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যেই চেপে ধরলো।মর্মন্তুদ বিচ্ছেদবেদনা লাঘব করলে না সশব্দ শোকার্ত বাক্যবিন্যাসে, কেবল সজল নয়নে তাকিয়ে রইলো সেই বাটির পানে আর শুকনো তরকারীগুলোর পানে।